ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৪ এর কৌলিক সারি BR7831-59-1-1-4-5-1-9-P1. উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে BRRIdhan29/IR68144//BRRI dhan28///BR11 সংকরায়নের পর বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ব্রির বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কৃষকের মাঠে ২ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা মূল্যায়ন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় কৃষকের মাঠে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৭ সালে জাতটি ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট

- ব্রি ধান৮৪ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান
- এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চালের রং হালকা লালচে
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬ সেঃ মিঃ
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.৮ গ্রাম
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৫.৯%
- এ জাতের চালে শতকরা ৯.৭ ভাগ প্রোটিন রয়েছে
- প্রতি কেজি চালে ২৭.৬ মিলিগ্রাম জিঙ্ক এবং ১০.১ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে।

ব্রি ধান৮৪

জীবনকাল

জাতটির জীবন কাল ১৪০-১৪৫ দিন।

প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্যঃ

ব্রি ধান৮৪ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চাইতে ২-৩ দিন কম। এ জাতের ডিগ হেলানো ও লম্বা। পরিপক্ক অবস্থায় ধানের শিষ ডিগ পাতার উপরে থাকে বিধায় ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয়।

ফলন

এ জাতটি হেক্টরে ৬.০-৬.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। উপযুক্ত পরিচর্যা ও অনুকুল পরিবেশে সর্বোচ্চ ৮.০ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ বপনের সময়ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ নভেম্বর (০১-১৬ অগ্রহায়ন)।

২. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিন ।

৩. **চারার সংখ্যাঃ** গোছা প্রতি ২/৩টি করে।

৪. **রোপন দুরত্বঃ** ২৫×১৫ সেমি

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩৪	১৩	১৬	১৪	১.৩

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি ২য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমনঃ** রোপনের পর অন্তত ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **আগাছা দমনঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** ব্রি ধান৮৪ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৯. **ফসল কাটাঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় ২২ চৈত্র থেকে ০৭ বৈশাখ (০৫ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেয়া উচিত।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd